কলিকাতা হাইকোর্টে

সিভিল অ্যাপিলেট এক্তিয়ারভুক্ত আপিল বিভাগে

উপস্থিত: মাননীয় বিচারপতি পার্থ সারথী সেন,

সি. ও. নং ১২৯/২০২০

শেখ রহমতউল্লাহ বনাম পশ্চিমবঙ্গ ওয়াকফ বোর্ড এবং অনান্য।
আবেদনকারীর পক্ষে জনাব মোঃ নওরোজ রাহবার, অ্যাডভোকেট
ঃমোহাম্মদ জাওয়াদ, অ্যাডভোকেট মো.
ওয়াকফ বোর্ডের পক্ষেশেখ মোঃ গালিব, অ্যাডভোকেট।
ঃশ্রীমতি তন্বীশ্রী মুখার্জী, অ্যাডভোকেট
প্রতিবাদীর নং.পক্ষে৩:সুমিত কুমার রায়, অ্যাডভোকেট
: মুন্সি আশিক এলাহী, অ্যাডভোকেট
শুনানির তারিখ: ০৭. ১১ ২০২২। রায়দান এর তারিখ: ১০. ১১. ২০২২

পার্থ সারথী সেন, বিচারপতি:-

১. ১৯৯৫-এর ওয়াকফ আইনের ৮৩ (৯) ধারার সঙ্গে পঠিত ভারতীয় সংবিধানের ২২৭ নম্বর ধারা অনুযায়ী বর্তমান পুনর্বিবেচনার আবেদনটি ২০১৯-এর ৯ই সেপ্টেম্বর তারিখে পশ্চিমবঙ্গের ওয়াকফ ট্রাইব্যুনালের O. A. No. 4/২০১৭-তে প্রদত্ত রায় থেকে উদ্ভূত হয়েছে এবং ৩১.০৮.২০১৬ তারিখের ওয়াকফ বোর্ড এর রেজোলিউশান এর বিরুদ্ধে আবেদন কারির করা ওয়াকফ আইনের ৮৩ (৯) ধারায় আবেদন টি খারিজ করা হয়েছে।

আবেদনকারী এতে ক্ষুব্ধ হন এবং সংশোধনী আবেদন দায়ের করেন ।

২. এই পুনর্বিবেচনার আবেদনটি নিষ্পত্তির জন্য ২০১৭-র ৪ নং ও এ দাখিল সংক্রান্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা প্রয়োজন।

৩. ওয়াকফের তিনটি দলিল সম্পাদন করে কলকাতার ৩৪/১,ওয়াটগঞ্জ স্ট্রিট, পি এস ওয়াটগঞ্জ, খিদেরপুর, ৭০০ ০২৩-এর বাসিন্দা আমানতুল্লাহ নিজেকে উক্ত ওয়াকফের মুতাওয়াল্লি হিসেবে নিযুক্ত করেন এবং নির্দেশ দেওয়া হয় যে, তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রী মুতাওয়াল্লি হবেন এবং তাঁর স্ত্রীর মৃত্যুর পর তাঁর গর্ভে জন্মগ্রহণকারী জ্যেষ্ঠ পুরুষ সদস্য মুতাওয়াল্লি হবেন, তবে শর্ত থাকে যে, সেই ব্যক্তি ইসলাম পরিত্যাগ করবেন না এবং/অথবা অন্য ধর্মে ধর্মান্তরিত হবেন না।এটি অবিতর্কিত যে, ওয়াকিফের মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারের নিয়ম অনুসারে,

শেখ আশরাফুল্লাহকে মুতাওয়াল্লি হিসাবে নিযুক্ত করা হয়েছিল এবং তাঁর মৃত্যুর পর পরবর্তী জীবিত বংশধর জাকির হুসেনকে মুতাওয়াল্লি হিসাবে নিযুক্ত করা হয়েছিল।জাকির হোসেনের মৃত্যুর পর বর্তমান আবেদনকারী জ্যেষ্ঠ পুরুষ বংশধর হিসেবে তাঁর নাম মুতাওয়াল্লি হিসাবে নথিভুক্ত করার জন্য বোর্ডের কাছে আবেদন করেন এবং যেহেতু সেই আবেদন প্রতিবাদী ন.৩ এর দ্বারা বিরোধ করা হয়েছেএই মামলায় বর্তমান আবেদনকারীর সৎভাই ও বোনেরা সহ অন্যান্য ভাই ও বোনেরা বোর্ড দ্বারা একটি তদন্ত করা হয়েছিল।৩১. ০৮. ২০১৬ তারিখের এক প্রস্তাবের মাধ্যমে তদন্ত শেষে বোর্ড এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, বর্তমান আবেদনকারীকে তাঁর অনৈতিক জীবন এবং মদের প্রতি তাঁর প্রবণতার কারণে মুতাওয়াল্লি হিসাবে নিয়োগ করা যাবে না।এবং সেই এক ই প্রস্তাব এর দ্বারা বোর্ড এই সিদ্ধান্তে উপনিত হয় যে প্রতিবাদী নং ৩ শেখ আমানতুল্লা ওয়াকফ এস্টেটের আধিকারিক মুতাওয়াল্লি হিসেবে নিয়োগের যোগ্য।

৪. ৩১. ০৮. ২০১৬ তারিখের বোর্ডের এই সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ হয়ে, আবেদনকারী এখানে উক্ত আইনের ধারা ৮৩ (২) এর অধীনে একটি আবেদন পেশ করেছিলেন যা আপিল রায় দ্বারা সম্মানীয় ট্রাইব্যুনাল দ্বারা খারিজ করা হয়েছিল।

৫.এই পুনর্বিবেচনার আবেদনের সমর্থনে আবেদনকারীর আইনজীবী শুরুতেই ওয়াকফের তিনটি দলিল এর ফটোকপির দিকে আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, যা এই পুনর্বিবেচনা আবেদনের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়েছে।এই অভিযোগ করা হয়েছে যে, ট্রাইব্যুনাল উপরোক্ত ওয়াকফ এস্টেটের জন্য একজন মুতাওয়াল্লি নিয়োগের ক্ষেত্রে বোর্ড এর ভুমিকা প্রশংসা করতে বিফল হয়েছে কারণ তিনটি ওয়াকফ ডিড এর নির্দেশ মেনে চলা ছাড়া বোর্ডের অন্য কোনও বিকল্প নেই।আরও যুক্তি দেখানো হয়েছে যে, ২৬. ০৩. ২০১৫ তারিখের বোর্ডের প্রস্তাবটিকে ট্রাইব্যুনালের ত্রুটিপূর্ণ বলে মনে করা উচিত ছিল, কারণ বর্তমান বিরোধী পক্ষের ৩ নম্বর দাবির সমর্থনে যাঁরা শপথ নিয়েছেন, তাঁদের হলফনামার ভিত্তিতে এই পর্ষদের ফিল্ড ইনকোয়ারি রিপোর্টের নির্দেশ দেওয়া উচিত নয়। ট্রাইব্যুনালের রায় দান এর সময় বিবেচনা করা উচিত ছিল যে, ৭ই আগস্ট, ২০১৫ তারিখের ফিল্ড ইনকোয়ারি রিপোর্টের কোনওআইনি ভিত্তি নেই কারণ তদন্তর সমই যারা প্রতিবাদি নং ৩ এর পক্ষে ছিলেন। তাদের শুধুমাত্র আবেদনকারীর চরিত্র সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। আরও যুক্তি দেওয়া হয়েছে যে, বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনাল ৭. ০৮. ২০১৫ তারিখের তদন্ত প্রতিবেদনটি কেবল একতরফা নয়, কিন্তু বিভিন্ন তারিখ রয়েছে যা নিজেই এর সত্যতা সম্পর্কে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে।আরও বলা হয়েছে যে, যেহেতু উপরোক্ত তদন্ত প্রতিবেদন বিকৃত, তাই ওয়াকফ বোর্ডের ৩১.

০৮. ২০১৬ তারিখের প্রস্তাবে ট্রাইব্যুনালের হস্তক্ষেপ করা উচিত ছিল এবং তা না করতে পারলে ন্যায়বিচারের গুরুতর অসম্মান ঘটেছে, যার জন্য ভারতীয় সংবিধানের ২২৭ ধারার আওতায় ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে এই আদালতের হস্তক্ষেপের প্রয়োজন।

আরও বলা হয়েছে যে, ট্রাইব্যুনালের এই আদেশ দেওয়ার সময় আইন অনুযায়ী বোর্ড তদন্ত করতে পারে না যেমন এই মামলায় করেছে এবং এই প্রেক্ষিতে এই মামলার সঙ্গে জড়িত ওয়াকফ সম্পত্তিগুলি ক্ষেত্রে মুতাওয়াল্লি হিসাবে আবেদনকারীর প্রার্থীপদ সম্পর্কে নতুন করে তদন্ত করার নির্দেশ দিয়ে এই রায় বাতিল করা যেতে পারে।

৬. ১৯৫৪ সালের ওয়াকফ আইনের ৩২, ৬৩, ৭০, ৭১, ৮৩ ধারার বিধানের প্রতি এই আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ এবং হয়েছে।ও.এ.নং ৪/২০১৭-তে মাননীয় ট্রাইব্যুনালে দাখিল করা লিখিত আপত্তির সঙ্গে যে বংশতালিকার ছক দাখিল করা হয়েছে তা এই আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।অভিযোগ করা হয়েছে যে, যদিও বংশ ধারা অনুযায়ী এবং ওয়াকিফের ইচ্ছা অনুযায়ী, বর্তমান আবেদনকারী মুতাওয়াল্লি হিসাবে নিযুক্ত হওয়ার অধিকারী, কিন্তু বোর্ড এবং মাননীয় ট্রাইব্যুনাল প্রতিবাদী নং৩ কে মুতাওাল্লি নিয়োগ করে আইনত এবং যুক্তিগত কোনও ভুল করেননি.৩ নম্বর প্রতিবাদির ভাই ও বোনেদের ন্যায্য আপত্তির পরিপ্রেক্ষিতে ।আবেদনকারীর সৎ ভাই-বোনেরা তাই করেছেন এবং বর্তমান আবেদনকারীর আপন ভাই-বোনেরা পৃথক পৃথক হলফনামা দাখিল করবেন।

৭. আরও অভিযোগ করা হয়েছে যে, ২১. ০২. ২০১৫ তারিখে, যখন বর্তমান বিরোধী দল নং.৩ ২১.০৩.২০১৩ তারিখ এর চিঠিতে আবেদন জানান তাকে মুত্তাওাল্লি হিসাবে নিয়োগ করার জন্য এবং , তার আপন ভাই ও বোনেরা এবং বিরোধী পক্ষের ৩ নং আপন ভাই ও বোনেরাও সাক্ষী হিসাবে তাদের স্বাক্ষর দিয়েছেন।

বিরোধী দলের ১ এবং ২. পক্ষ থেকে আরও অভিযোগ দায়ের করা হয়। বোর্ডের ৩১. ০৮. ২০১৬ তারিখের এই সিদ্ধান্তে যে, বর্তমান আবেদনকারী তার অনৈতিক জীবনের কারণে মুতাওয়াল্লি হওয়ার অধিকারী নন, বিকৃত নয়।যেহেতু ফিল্ড ইনভেস্টিগেশনের সময় বহু লোক শুধুমাত্র বর্তমান আবেদনকারীর চরিত্রের বিরুদ্ধেই নয়, বরং বোর্ডের কাছে জমা দেওয়া ধারাবাহিক হলফনামা থেকেও এটি প্রকাশ পাবে যে আবেদনকারীর আপন ভাই ও বোনেরা স্পষ্টভাবে বলেছিলেন যে বর্তমান আবেদনকারী একজন মাতাল এবং একজন বিধবার সাথে থাকেন এবং তিনি ১৫ বছর আগে তাঁর বাসভবন ছেড়ে চলে গেছেন।বিরোধী পক্ষের পক্ষ থেকে

এবংও যুক্তি দেওয়া হয়েছে যে, তিনটি ওয়াকফ ডিডের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, এই তিনটি কাজ সম্পাদনের সময় ওয়াকফ সম্পত্তির উপার্জনের একটি নির্দিষ্ট অংশ নিজের পরিবারের সদস্যদের জন্য তাদের নিজ নিজ ভাগ অনুযায়ী ব্যয় করা হবে।সুতরাং, যুক্তি দেওয়া হয়েছে যে এই মামলায় যেহেতু বর্তমান আবেদনকারীর পরিবারের সমস্ত সদস্য পাশাপাশি বিরোধী পক্ষের নং ৩.- বোর্ডের সামনে স্পষ্টভাবে বিবৃতি দিয়েছেন যে বর্তমান আবেদনকারীর চরিত্রহীনতার কারণে, তাকে মুতাওয়াল্লি হিসাবে নিযুক্ত করা যাবে না এবং বিপরীতে বিরোধী পক্ষের নং. নং৩ মুতাওয়াল্লি হিসাবে নিযুক্ত হবে এবং এইভাবে বোর্ড এবং মাননিয় ট্রাইব্যুনাল বর্তমান বিরোধী পক্ষকে নিযুক্ত করে কোনও অনিয়ম বা বেআইনি কাজ করেনি।৩ মুতাওয়াল্লি হিসাবে আবেদনকারীর দাবি অস্বীকার করেছেন।তাই, এই আবেদনটি অবিলম্বে খারিজ করে দেওয়ার পক্ষে উপযুক্ত বলে জানানো হয়েছে।

৮। ৩ নংবিরোধী পক্ষের বিজ্ঞ উকিল তার যুক্তির সময় ১ নং ও ২ নং বিরোধী পক্ষের বিজ্ঞ উকিল দ্বারা প্রদত্ত যুক্তিটি গ্রহণ করেছিলেন।প্রতিবাদী নং ৩ এর পক্ষ থেকে আরও অভিযোগ দায়ের করা হযএই ট্রাইব্যুনাল রায় দেবার সময় নিম্ন আদালত এর নথিপত্র অর্থাৎ ওয়াকফ বোর্ডের নথিপত্র যথাযথভাবে পরীক্ষা করে দেখেছে।

আরও অভিযোগ করা হয়েছে যে, আবেদনকারী যেহেতু ২০১৫-র ৭ আগস্ট-এর ফিল্ড ইনকোয়ারি রিপোর্টের বিষয়ে কোনও আপত্তি তুলতে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছেন, তাই ট্রাইব্যুনাল সঠিকভাবেই রায় দিয়েছে যে, ২০১৬-র ৩১ আগস্ট-এর বোর্ড-এর অনুসন্ধানে কোনও হস্তক্ষেপের প্রয়োজন নেই।তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে বিরোধী পক্ষের আইনজীবী নং.নিম্নলিখিত দুটি রিপোর্টেড সিদ্ধান্তের উপর তিনি তার নির্ভরতা প্রকাশ করেন- ফকরুদ্দিন (মৃত) এলআরএসের মাধ্যমে বনাম তাজউদ্দীন (মৃত) এলআরএসের মাধ্যমে। প্রতিবেদন (২০০৮) ৮ এসসিসি ১২ এবং হাম্মাদ আহমেদ বনাম আব্দুল মজিদ ও অনান্য। (২০১৯) ১৪ এসসিসি ১।তাঁর পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে, উপরোক্ত দুটি রায়ে মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্টভাবে বলেছে যে মুতাওয়াল্লি একটি আধ্যাত্মিক পদ এবং তাই এই পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার জন্য একজন বিজ্ঞ ব্যক্তিকে নিয়োগ করতে হবে এবং অবশ্যই তাকে এই পদ এর উপযুক্ত হতে হবে। সুতরাং, যুক্তি দেওয়া হয়েছে বোর্ডের সামনে যে , এটি সন্দেহাতীতভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে বিরোধী দল নং ৩ মুতাওয়াল্লি পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার জন্য একজন উপযুক্ত ব্যক্তি নন এবং এর বিপরীতে বর্তমান আবেদনকারী কেবল মাতাল নন বরং একই সাথে মুতাওয়াল্লি হিসাবে নিযুক্ত হওয়ার জন্য সে

সচ্চরিত্র নয় এই সিদ্ধান্তে আসার জন্য বোর্ডের সামনে প্রচুর পরিমাণে উপকরণ উপস্থাপন করা হয়েছে।তাই, যুক্তি দেখানো হয়েছে যে,মাননীয় ট্রাইব্যুনালের ৩১. ০৮. ২০১৬ তারিখের বোর্ড-এর সিদ্ধান্তকে সমর্থন করা অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত তাই প্রতিবাদী নং ৩ কে মুত্তাওল্লি হিসাবে নিয়োগ করা।আমানতুল্লাহর তৈরি করা ওয়াকফের মুতাওয়াল্লি হিসাবে এবং তাই, বর্তমান পুনর্বিবেচনার আবেদন খারিজ করা যেতে পারে।

৯. এই আদালত রায় সহ এই আদালতের সামনে উপস্থাপিত সমস্ত তথ্য খুব সতর্কতার সঙ্গে খতিয়ে দেখেছে।এই আদালত উভয় পক্ষের মাননীয় আইনজীবীদের উপস্থাপনাগুলির উপর উদ্বিগ্ন বিবেচনা প্রকাশ করেছেন।এই আবেদনটি কার্যকরভাবে নিষ্পত্তির জন্য এই আদালতের বিবেচনাধীন দৃষ্টিভঙ্গিতে ওয়াকফ আইন, ১৯৯৫-এর ধারা ৮৩-এর বিধানাবলীর দিকে নজর দেওয়া প্রয়োজন এবং সেগুলি নিম্নোক্তভাবে উপস্থাপন করা হয়েছেঃ

১৯৯৫ সালের ওয়াকফ আইনের ৮৩ নং ধারা

ট্রাইব্যুনালের গঠন (১) রাজ্য সরকার, সরকারী গেজেটে বিজ্ঞপ্তি দ্বারা, এই আইনের অধীনে ওয়াকফ বা ওয়াকফ সম্পত্তি সম্পর্কিত যে কোনও বিবাদ, প্রশ্ন বা অন্যান্য বিষয় নিষ্পত্তির জন্য যতগুলি উপযুক্ত মনে করবে ততগুলি ট্রাইব্যুনাল গঠন করবে এবং এই আইনের অধীনে প্রতিটি ট্রাইব্যুনালের স্থানীয় সীমা এবং এক্তিয়ার নির্ধারণ করবে।

(২) এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধিমালার অধীন কোন ওয়াকফের ব্যাপারে আগ্রহী কোন মুতাওয়াল্লি ব্যক্তি বা সংক্ষুব্ধ অন্য কোন ব্যক্তি এই আইনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ওয়াকফ সংক্রান্ত কোন বিরোধ, প্রশ্ন বা অন্য কোন বিষয় নিষ্পত্তির জন্য ট্রাইব্যুনালে আবেদন করতে পারবেন।

৩.....

৪.....

৫.....

৬....

৭....

৮....

৯. ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রদত্ত কোন সিদ্ধান্ত বা আদেশের,তা সে অন্তর্বর্তী বা অন্য,তার বিরুদ্ধে আপীল করা যাবে নাঃতবে শর্ত থাকে যে, কোন হাইকোর্ট স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া বা বোর্ডের আবেদনের ভিত্তিতে বা সংক্ষুব্ধ কোন ব্যক্তি ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক নির্ধারিত কোন বিবাদ, প্রশ্ন বা অন্য কোন বিষয় সম্পর্কিত রেকর্ডগুলি আহ্বান ও পরীক্ষা করতে পারেন এবং ঐরূপ নির্ধারণের যথার্থতা, বৈধতা বা ঔচিত্য সম্পর্কে সন্তুষ্ট হওয়ার উদ্দেশ্যে এবং ঐরূপ নির্ধারণ, পরিবর্তন বা সংশোধন করতে পারেন অথবা যেরূপ উপযুক্ত মনে করবেন সেরূপ অন্য কোন আদেশ প্রদান করতে পারেন।

১০. আইনের উপরোক্ত বিধান থেকে দেখা যায় যে, উপরোক্ত আইনের ধারা ৮৩ (২) এর অধীনে প্রদত্ত আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করা যায় না, তবে, এই আদেশের বিরুদ্ধে উক্ত ধারার ৯ নং উপ-ধারার অধীনে পুনর্বিবেচনার আবেদন করা যেতে পারে।

১১. এটি আইনের একটি সুপ্রতিষ্ঠিত অবস্থান যে একটি পুনর্বিবেচনার সুযোগ আপীল থেকে বেশ আলাদা এবং তাই, বিশদভাবে তথ্যের অনুসন্ধানকে পুনর্বিবেচনার আদালত দ্বারা হস্তক্ষেপ করা উচিত নয় যেমন সাধারণত আপীল আদালত করে থাকে।

১২. সমস্ত নথিপত্র পর্যালোচনার পর এই আদালতের কাছে প্রতীয়মান হয় যে, এই রায় প্রদানের সময়, মাননীয় ট্রাইব্যুনাল ৩১. ০৮. ২০১৬ তারিখের প্রস্তাবটি গ্রহণের আগে বোর্ডের সামনে উপস্থাপিত সমস্ত উপকরণ যথাযথভাবে বিবেচনা করেছিল এবং একই সময়ে, মাননীয় ট্রাইব্যুনাল লক্ষ্য করেছিল যে বোর্ড এই সিদ্ধান্তে আসার ক্ষেত্রে কোনও ত্রুটি করেনি যে বর্তমান আবেদনকারী তার মদ্যপান অভ্যাস এবং চরিত্রহীনতার কারণে মুতাওয়াল্লি হিসাবে নিযুক্ত হওয়ার যোগ্য নয়।মনে করা হচ্ছে যে, ট্রাইব্যুনাল সঠিকভাবে মূল্যায়ন করেছে যে, তদন্ত পরিচালনার সময় বোর্ড কেবল স্থানীয় ব্যক্তিদের বক্তব্যকেই নয়, পাশাপাশি আবেদনকারীর ভাই ও বোনেদের বক্তব্যকে এবং সেই সঙ্গে আবেদনকারীর সৎভাই ও বোনেদের বক্তব্যকে যথাযথ বিবেচনা ও গুরুত্ব দিয়েছে, যারা হলফনামায় সুস্পষ্টভাবে বলেছে যে, বর্তমান আবেদনকারীর খারাপ চরিত্র ও মদ্যপানের অভ্যাসের কারণে তাকে মুতাওয়াল্লি হিসাবে নিয়োগ করা উচিত নয় এবং বিপরীতে বিরোধী পক্ষ নং.৩. তাঁর নেশা না করা, ভদ্র আচরণ এবং ভাল চরিত্রের জন্য মুতাওয়াল্লি হিসাবে নিয়োগ করা উচিত।৩ নম্বর প্রতিবিরোধী পক্ষের আইনজীবী যথার্থই উল্লেখ করেছেন যে, যেহেতু বর্তমান আবেদনকারী ৭. ০৮. ২০১৫ তারিখের ফিল্ড ইনকোয়ারি রিপোর্টের বিষয়ে বোর্ডের সামনে কোনও

আপত্তি দায়ের করেননি, তাই তাঁর ট্রাইব্যুনাল বা এই আদালতের সামনে এই তদন্ত রিপোর্টের সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলার অনুমতি দেওয়া উচিত নয়।

১৩.বিরোধী পক্ষের আইনজীবী নং.৩. বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনালের সামনে আবেদনকারী যে চরিত্র শংসাপত্রগুলির উপর নির্ভর করেছিলেন তা বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনাল দ্বারা সঠিকভাবে বাতিল করা হয়েছে।।যেহেতু এই সার্টিফিকেটগুলি বোর্ডের তদন্ত শেষ হওয়ার পরে সংগ্রহ করা হয়েছে, তাই বোর্ডের সামনে তদন্তের সময় এটি বেশ বিশ্বাসযোগ্য। আবেদনকারী তার নিজের ভাই ও বোনেরা এবং তার সৎ ভাই ও বোনেরা এবং প্রতিবেশীদের দ্বারা তার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ এনেছে তা যে মিথ্যা তা প্রমাণ করতে কোন উপযুক্ত প্রমাণ আনতে ব্যর্থ হয়েছে.

১৪. উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এই আদালত দেখেছে যে, বর্তমান পুনর্বিবেচনার আবেদনের কোনও ভিত্তি নেই এবং তাই বর্তমান পুনর্বিবেচনার আবেদন খারিজ করা যেতে পারে।ফলস্বরূপ, বর্তমান পুনর্বিবেচনার আবেদনটি ব্যর্থ হয়েছে।পশ্চিমবঙ্গের ওয়াকফ ট্রাইব্যুনালের পক্ষ থেকে ২০১৭-র O A ৪ মামলায় গত ৯ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তে যে রায়টি দেওয়া হয়েছিল, তা বহাল রাখা হয়েছে।১৫।এই রায়ের জরুরি প্রত্যয়িত নকল , যদি আবেদন করা হয়, তা স্বাভাবিক নিয়মকানুন পূরণের পর সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলিকে দেওয়া হবে।

(পার্থ সারথী সেন, জে)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.